Study Material for Semester- Vi

Paper – International Relation After 2nd World War

Given By- Suvendu Saha, (Assistant Prof) Dept. of Historty,

Bidhan Chandra College, Asansol

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুগোশ্লাভিয়ার সম্পর্ক

পূর্ব ইউরোপের অন্যতম কমিউনিস্ট দেশ হল যুগোশ্লাভিয়া। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ক্রোয়েশিয়া, বসনিয়া, ও হার্জেগোভিনাকে নিয়ে যুগোশ্লাভিয়া রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল। হিটলারের আক্রমণ থেকে এই রাষ্ট্র মুক্তি পায়নি। হিটলারের আক্রমণ যুগোশ্লাভিয়ার ঐক্য কে বিনাশ করেছিল। যুগোশ্লাভিয়ার ঐক্য কে আবার ফিরিয়ে এনেছিলেন মার্শাল টিটো। যুগোশ্লাভিয়ার মুক্তি আন্দোলনে তার ভূমিকা ছিল অনবদ্য। টিটো নিজে একটি কমিউনিস্ট পার্টী গঠন করেছিলেন। হিটলারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনে মার্শাল টিটোর নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। সাধারন জনগণের সঙ্গে এই দলের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য দেশে জার্মান আধিপত্যের অবসানে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল । স্বাভাবিক কারনে সোভিয়েতের উপর নির্ভরতা ঐদেশগুলির বেশি ছিল। কিন্তু যুগোশ্লাভিয়া এর ব্যাতিক্রম ছিল। ১৯৪১ সালে জার্মানি যখন যুগোশ্লাভিয়া আক্রমণ করেছিল তখন সে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কাছে কোন সাহায্য পায়নি। টিটোর নেতৃত্বে যুগোশ্লাভিয়ার কমিউনিস্টরা জার্মান বিরোধী সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তুলেছিল। সম্পূর্ণ নিজেদের প্রচেষ্টায় মার্শাল টিটোর নেতৃত্বে কমিউনিস্টরা জার্মানদের প্রতিরোধ করেছিল। সোভিয়েত সরকার বা লালফৌজের কোন ভূমিকা ছিল না। ১৯৪৫ সালে যুগোশ্লাভিয়ার রাজতন্ত্রকে অপসারিত করে টিটো ক্ষমতায় এসেছিলেন। কমিউনিস্ট দল ক্ষমতায় আসায় মস্কো খুশি হয়েছিল। যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক ভালো হয়েছিল। মস্কো নানা বিষয়ে যুগোশ্লাভিয়াকে সহায়তা দিয়েছিল। কিন্তু দুই কমিউনিস্ট দেশের এই সুসম্পর্ক বেশিদিন স্থায়ী হয়নি।

ঠাণ্ডা যুদ্ধের বাতাবরণে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণধার স্তালিন পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলোর উপর সোভিয়েতের নিয়ন্ত্রণ কে বজায় রখার চেষ্টা করেছিলেন। এই প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি হিসাবে স্তালিন যুগোশ্লাভিয়া সহ পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলো কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক ছেদ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু টিটো এই নির্দেশ মানেনি। টিটোর নেতৃত্বে কমিউনিস্টরা এক স্বতন্ত্র নীতি অনুসরণ করে যুগোশ্লাভিয়াতে এক স্বতন্ত্র সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তারা সোভিয়েত পথ কে অনুসরণ করতে রাজি ছিলনা।

মার্ক্সবাদের ব্যাখ্যা নিয়েও টিটোর সাথে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মতভেদ দেখা দিয়েছিল। টিটোর বক্তব্য ছিল সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা হওয়ার পথ একটি নয় একাধিক। মস্কোর দেখানো পথে চলতেই হবে এমন কোন বাধা ধরা ছকে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। টিটোর নীতি মস্কো মানতে পারেনি।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র আশা করেছিল যে টিটো পুঁজিবাদের বিলোপসাধনে তৎপর হবেন। কিন্তু টিটো মস্কোর আদর্শকে মানেননি। মার্শাল পরিকল্পনা ঘোষিত হওয়ার পর টিটো বলকান অঞ্চলে একটি রাষ্ট্রসংঘ গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং তিনি বুলগেরিয়ার সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। টিটোর এই পদক্ষেপকে সোভিয়েত রাশিয়া মানতে পারেননি। কারন টিটো বলকান অঞ্চলে বিকল্প রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুললে পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণ শিথিল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। টিটোর ভুমিকাকে স্বাভাবিক কারণেই সোভিয়েত রাশিয়া মানতে পারেনি।

মস্কোর সাথে যুগোশ্লাভিয়ার সম্পর্ক তিক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল টিটোর জাতীয়তাবাদ। যুগোশ্লাভিয়া জাতিয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ ছিল। মস্কোর নীতিকে তারা মানতে চায়নি। মস্কোর চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্ত কে তারা মেনে চলতে রাজি ছিল না। যুগোশ্লাভিয়ার কাছে তাদের দেশের স্বার্থ ছিল আগে। সেজন্য মস্কোর আরোপিত শর্ত গুলো তাদের কাছে ছিল অসহনীয়। তারা দ্বিধাহীন চিত্তে মস্কোর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেনি। পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রেও যুগোশ্লাভিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের নির্দেশগুলি মানে নি। গ্রিসে কমিউনিস্ট পার্টী বিদ্রোহের পক্ষ গ্রহণ করলে স্তালিন তাদের কোন সাহায্য দেননি। কিন্তু টিটো তাদের সাহায্য দিয়েছিল। যুগোশ্লাভিয়া জোটনিরপেক্ষ নীতির পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল।

যুগোশ্লাভিয়ার কমিউনিস্ট সরকারের এইসব কাজকে সোভিয়েত রাশিয়া স্বীকৃতি দেয়নি। সোভিয়েত রাশিয়ার অভিযোগ ছিল টিটো মার্কসবাদ কে মানছে না। তিনি শ্রমিক শ্রেনিকে প্রাধান্য না দিয়ে যুগোশ্লাভিয়াতে কৃষক শ্রেণিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। জমির জাতীয়করণ না করে জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানাকে স্বীকার করেছেন। টিটোর প্রতি বিরক্ত সোভিয়েত রাশিয়া তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তৎপর হয়েছিল।

ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময় নিজ শিবিরকে ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য সোভিয়েত রাশিয়া সচেষ্ট হয়েছিল। পূর্ব ইউরোপে কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলিকে নিজের নিয়ন্ত্রনে রাখার প্রয়াস সোভিয়েত রাশিয়া করেছিল। পূর্ব ইউরোপে সাম্যবাদী ব্যবস্থাকে সুনিয়ন্ত্রিত করার উদ্দেশ্যে নয়টি কমিউনিস্ট দল পোল্যান্ডের সাইলেশিয়াতে ১৯৪৭ সালে সেপ্টেম্বর মাসে এক সম্মেলনে যোগ দিয়েছিল। এই সম্মেলনে গড়ে উঠেছিল কমিনফর্ম বা Communist Information Bureau । স্তালিনের সহযোগী ঝাদনভ ছিলেন এর উদ্যোক্তা। ইতিপূর্বে যুদ্ধের সময় ভেঙে দেওয়া হয়েছিল আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংগঠন কমিনটার্ন কে। এই সংগঠনের জায়গা নিয়েছিল এই কমিনফর্ম। এই সংগঠন কমিউনিস্ট দুনিয়াকে

নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিল। পশ্চিম ইউরোপের ইতালি ও ফ্রান্সে কমিউনিস্ট দলকে সরকার বিরোধী আন্দোলন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। যুগোশ্লাভিয়ার কমিউনিস্ট নেতা টিটোর কার্যকলাপ কমিনফর্ম মানতে পারেনি। ১৯৪৮ সালে টিটোকে কমিনফর্ম থেকে বহিষ্কার করা হয়। যুগোশ্লাভিয়ার উপর বানিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করা হয়। স্তালিনের মনে হয়েছিল এসবের পরিণতিতে যুগোশ্লাভিয়াতে টিটোর জনপ্রিয়তা কমবে । কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি, যুগোশ্লাভিয়ার মানুষের কাছে টিটো ছিল বীরের মতো। এমনকি গোপনে টিটো কে হত্যা করার পরিকল্পনাও করা হয়েছিল। কমিউনিস্ট শিবির থেকে বেরিয়ে এলেও টিটোর কোন অসুবিধা হয়নি। পশ্চিমী গণতান্ত্রিক দেশগুলি থেকে নানা সাহায্য গ্রহণ করলেও যুগোশ্লাভিয়া বা টিটো সাম্যবাদ থেকে এক বিন্দুও সরে আসেনি।

১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে স্তালিনের মৃত্যু হয়েছিল। ক্রুশ্চেভ যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার সম্পর্ক ভালো করার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন। ১৯৫৫ সালে তিনি যুগোশ্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেড ভ্রমণে যান এবং স্তালিনের সময় ঘটে যাওয়া ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। যুগোশ্লাভিয়ার সাথে সম্পর্ক খারাপের জন্য স্তালিনকেই দায়ী করা হয়েছিল। এই সময় সম্পর্ক কিছুটা ভালো হলেও যুগোশ্লাভিয়া কিন্তু কমিউনিস্ট শিবিরে যোগদান করেনি, জোটনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করেছিল। ১৯৮০ সালে টিটোর মৃত্যু যুগোশ্লাভিয়াকে এক পরীক্ষার সম্মুখীন করেছিল।